(১) ভূমিকা: বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ১৯৬৪ সনে "ইস্ট পাকিস্তান ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন" নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সনে ২২ নং আইন দ্বারা ''বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন'' এ রূপান্তরিত হয়। কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ ১৫টি ইউনিট দেশের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই কর্পোরেশন বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়ন, আধুনিক ট্রলারের মাধ্যমে গভীর সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে আহরিত মৎস্যের অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণসহ মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এ কর্পোরেশন ১৯৬৪ সাল থেকে কাপ্তাই লেকে মিঠা পানির মাছ উৎপাদন, আহরণ, অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মৎস্যজীবী, মৎস্য শ্রমিক, মৎস্য ব্যবসায়ী, স্থানীয় জনসাধারণ/উপজাতি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। ১৯৭২ সনে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার হিসেবে প্রদত্ত ১০টি সমুদ্রগামী ট্রলারের সাহায্যে কর্পোরেশন বঙ্গোপসাগরে প্রথমবারের মত সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ শুরু করে এবং সামুদ্রিক মৎস্যকে দেশের জনসাধারণের কাছে পরিচিত করে তোলে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় মাছের আহরণোত্তর অপচয় রোধকল্পে (Post Harvest Loss) কর্পোরেশনের অধীন ১২৫.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ৭টি স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২) **রূপকল্প (Vision):** জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মাছ সরবরাহে সহায়তাকরণ।

(৩) অভিলক্ষ্য (Mission): সমুদ্র, উপকূল, কাপ্তাই লেক ও হাওর অঞ্চলের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ, অবতরণ পরবর্তী অপচয় হ্রাসকরণ এবং মৎস্য বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে জনগণের দোড়গোঁড়ায় পৌঁছানো।

(৪) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (১৯৭৩ সনের আইন অনুসারে):

- মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিল্প স্থাপন;
- মৎস্য আহরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিকতর সমন্বিত পদ্ধতির উন্নয়ন;
- মৎস্য শিকারের নৌকা, মৎস্য বাহন, স্থল ও জলপথে মৎস্য পরিবহণ এবং মৎস্য শিল্প উন্নয়নের সহিত জড়িত প্রয়োজনীয় সকল আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, ধারণ ও হস্তান্তর;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা;
- মৎস্য শিল্প ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অগ্রিম ঋণ প্রদান;
- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;
- মৎস্য সম্পদের জরিপ ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিকার, পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বা ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং
- সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর।

(৫) প্রধান কার্যাবলী:

- সমুদ্র, উপকূল, হাওর ও কাপ্তাই লেক হতে আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিংসহ মেরামত সুবিধাদি প্রদানের নিমিত্ত স্লিপওয়ে, মেরিন ওয়ার্কশপ, বার্থিং ও বেসিন সুবিধাদি প্রদান;
- কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ ও বাজারজাতকরণ এবং স্থানীয়/উপজাতি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ সুবিধাদি প্রদান;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং রপ্তানির জন্য সহায়তা প্রদান;
- ঢাকা মহানগরীতে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিপণন;
- সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও সরকারি অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

(৬) সাংগঠনিক কাঠামোঃ

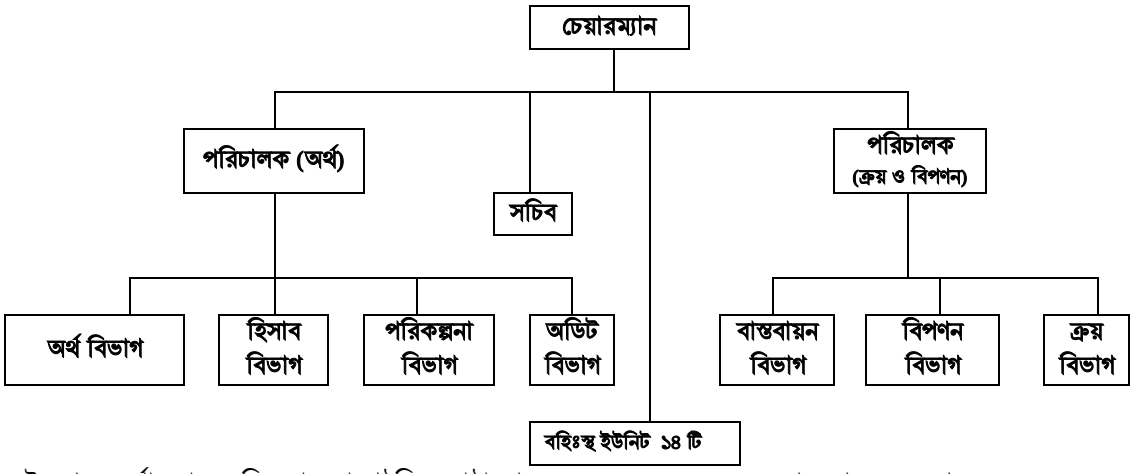

উল্লেখ্য, কর্পোরেশনের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ৭৩১ জন জনবলের সংস্থান আছে। তন্মধ্যে ২৮৩ জন জনবল কর্মরত আছে এবং ৪৪৮ জন জনবলের পদ শূণ্য আছে। শূণ্য পদের বিপরীতে ৭২ জন জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের ডকইয়ার্ডে মৎস্য ট্রলার নির্মাণ/মেরামত ও কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদনের জন্য দৈনিক ভিত্তিক প্রায় ১২০ জন শ্রমিক/জনবল নিয়োজিত আছে।

(৭) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অর্জিত সাফল্যসমূহের বিষয়ভিত্তিক (প্রয়োজনীয় ছবিসহ) নাতিদীর্ঘ বর্ণনাঃ

(ক) কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন (Fish production in Kaptai Lake)

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ১৯৬৪ সাল থেকে কাপ্তাই লেকে স্বাদুপানির মাছ উৎপাদন, আহরণ, অবতরণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কাপ্তাই লেক হতে আহরিত মাছের প্রায় ৭০ ভাগ কর্পোরেশনের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রসমূহে এবং প্রায় ৩০ ভাগ লেক এলাকার স্থানীয় বাজারে অবতরণ হয়ে থাকে। কাপ্তাই লেকে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উৎপাদিত মাছের মধ্যে কর্পোরেশনের অবতরণ কেন্দ্রসমূহে ১০,৫৭৮ টন এবং স্থানীয় বাজারসমূহে প্রায় ৩১৭৩ টন মাছ অবতরণ করা হয়। জনস্বার্থে স্থানীয় বাজারে অবতরণকৃত মাছের উপর কোন রাজস্ব আদায় করা হয় না। অবতরণকৃত মাছের তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কাপ্তাই লেকে প্রায় ১৩,৭৫১ টন মাছ উৎপাদন হয়।

রাঙ্গামাটি নিজস্ব হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদন

কাপ্তাই লেকে মৎস্য আহরণের চিত্র

(খ) কাপ্তাই লেকে মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ (Fingerling Release in Kaptai Lake)

কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে লেক এলাকায় বসবাসকারী উপজাতি জনগোষ্ঠীসহ স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতি বৎসর লেকে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। এতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। এছাড়া কাপ্তাই লেকে অধিক হারে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজস্ব হ্যাচারির মাধ্যমে মাছের পোনা উৎপাদন করত: তা কাপ্তাই লেকে অবমুক্ত করা হয়। এ বছরে কাপ্তাই লেকে ২৯ টন পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে পোনা অবমুক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও বিএফডিসি'র চেয়ারম্যান কাপ্তাই লেকে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠান উদ্বোধন ও লেকে পোনা অবমুক্ত করছেন।

(গ) মৎস্য অবতরণ (Fish landing)

দেশের সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের জন্য উপকূলীয় কক্সবাজার, খুলনা ও বরগুনা জেলার ৩টি এবং রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় ৪টি এবং নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় ১টি অবতরণ কেন্দ্র বিদ্যমান আছে। উক্ত সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রসমূহে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২৬,১৭৮ টন মৎস্য অবতরণ করা হয়।

কক্সবাজার মৎস্য অবতরণ শেডে সামুদ্রিক মৎস্য অবতরণ

রাঙ্গামাটি অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণকৃত কাপ্তাই লেকের বোয়াল

সমুদ্র হতে মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছ কক্সবাজার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে অবতরণের সুবিধার্থে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খশরু কর্তৃক পন্টুন-গ্যাংওয়ে ও সংযোগ সড়ক উদ্বোধন করা হয়।

মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ (Fish Processing)

বিএফডিসি'র চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ও কক্সবাজার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে সামুদ্রিক মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়। অত্র কর্পোরেশনের সহযোগিতায় বেসরকারি/ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্পোরেশনের উল্লিখিত ২টি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৭৩,৫৫৬ টন মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়।

কর্পোরেশনের কক্সবাজার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াকৃত সামুদ্রিক মাছ

(ঙ) বরফ উৎপাদন (Ice Production**)**

বিএফডিসি'র সামুদ্রিক এবং মিঠা পানির ৭টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণকৃত মাছ সংরক্ষণের নিমিত্তে বরফ উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়। কর্পোরেশনের বরফকলসমূহে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৪,২৭০ টন বরফ উৎপাদন করা হয়। চলতি অর্থ বছরে উপকূল ও হাওর অঞ্চল হতে আহরিত মাছ সংরক্ষণের জন্য আরও ৭টি বরফকল নির্মাণ করা হচ্ছে।

কর্পোরেশনের বরফকলে উৎপাদিত বরফ

(চ) ঢাকা শহরে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিক্রয় (Formalin-free fish sale in Dhaka city**)**

ঢাকা শহরে বসবাসকারী জনসাধারণের মাছের সহজ প্রাপ্যতার নিমিত্ত প্রতি বছর গড়ে প্রায় ২০০ মে: টন ফরমালিনমুক্ত মাছ ভ্রাম্যমান বিক্রির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া ঢাকা শহরের কর্মজীবী মহিলাদের পারিবারিক কাজের সুবিধার্থে কুটা মাছ (Dressed Fish) বাজারজাতকরণের নিমিত্ত ৩টি ফ্রিজারভ্যান ক্রয় করা হয়েছে।

কুটা মাছ | ঢাকা মহানগরীতে ১০০% ফরমালিনমুক্ত মাছ বিক্রয় কার্যক্রম | বাজারজাতকরণের নিমিত্ত ফ্রিজার ভ্যান ক্রয়

(ছ) বাজেট বরাদ্দ (Budget Allocation**)**

কর্পোরেশনের ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ২৫৯৫ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল। যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৫২৭৯ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে উক্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়।

(জ) ফিশিং ট্রলার মেরামত ও নির্মাণ (Repair and construction of fishing trawlers**)**

সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিং-আনডকিং, মেরামত/নির্মাণ সুবিধাদিসহ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারসমূহ মেরামত ও নির্মাণের সুবিধার্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি: তারিখে চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে 'মাল্টিচ্যানেল সিস্লপওয়ে ডকইয়ার্ড ইউনিট' এর উদ্বোধন করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্পোরেশনের চট্টগ্রামস্থ মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড ইউনিট শুভ উদ্বোধন করেন

মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড পরিদর্শন করেন।

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডে মেরামতরত জাহাজ

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড ইউনিট

এতে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টিসহ কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি হচ্ছে। বাগেরহাট জেলার মংলাস্থ মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কেন্দ্রে ফিশিং ট্রলার মেরামত ও নির্মাণের উদ্দেশ্যে আরও একটি মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

(ঝ) ট্রলার বহর (Trawler Fleet)

১৯৭২ সনে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার হিসেবে দেয়া ১০টি সমুদ্রগামী ট্রলারের সাহায্যে মূলত: কর্পোরেশন সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ত্বরান্বিত করে। কর্পোরেশনের ট্রলার বহরে বর্তমানে এফ.ভি. কোরাল, এফ.ভি. কাতলা, এফ.ভি. দাতিনা, এফ.ভি. মিনাক্ষী, এফ.ভি. বাগদা, এফ.ভি. রূপচান্দা, এফ.ভি. গলদা ও এফ.ভি. চম্পা মৎস্য ট্রলার রয়েছে। বর্তমানে ট্রলার সমূহ দ্বারা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ করা হচ্ছে।

এফ.ভি. রূপচান্দা মৎস্য ট্রলার

(ঞ) ভ্যালু এ্যাডেড মৎস্য পণ্য উৎপাদন (Value-added fish Production)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় কর্পোরেশনের সহায়তায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এসাপ হ্যালদি ফুডস, এশিয়ান সি ফুডস লিঃ, ভার্গো ফিশ এন্ড এগ্রো প্রসেস লিঃ, বাংলাদেশ আমেরিকান এগ্রো কমপ্লেক্স (প্রাঃ) লিঃ, মাসুদ ফিশ প্রসেসিং লিঃ, নি হাও ফিশ প্রসেসিং, লকপুর গ্রুপ লিঃ, মেসার্স এম এম এন্টারপ্রাইজ, সেভেস ওশান ফিশ প্রসেসিং লিঃ, গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন, বিডি সি ফুড লিঃ, সেফ এন্ড ফ্রেশ ফুডস লিঃ, জেমিনি সি ফুডস লিঃ, কুলিয়ার চর সি ফুড লিঃ, এপেক্স ফুডস লিঃ, আর্ক সি ফুডস লিঃ, স্টার সি ফুড লিঃ, সেন্ট মার্টিন সি ফুডস লিঃ, মেঘনা সি ফুডস লিঃ ও মিনহার সি ফুডস লিঃ কর্তৃক কুটা মাছ বাজারজাতকরণ করা হচ্ছে। যা দেশের প্রায় সকল সুপার শপে পাওয়া যাচ্ছে।

কর্পোরেশনের সহযোগিতায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত Value Added মৎস্য পণ্য প্রদর্শনী (স্থান: কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়)

২। উন্নয়ন প্রকল্প (Development Project)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় হাওর ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছের POST HARVEST LOSS রোধকরণের লক্ষ্যে হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলে সরকারি অর্থায়নে প্রায় ১২৫.২৮ (একশত পঁচিশ দশমিক দুই আট) কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

(ক) হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পঃ হাওর হতে আহরিত মাছ অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের জন্য হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কিশোরগঞ্জের ভৈরব, নেত্রকোণার মোহনগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের ওয়েজখালী ঘাটে স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের অধীনে মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রটি গত ০২/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মহোদয় কর্তৃক শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া সুনামগঞ্জ জেলার ওয়েজখালী ঘাট ও কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরবে মৎস্য স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, নেত্রকোনা

(খ) দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পঃ সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় আহরিত মাছের Post Harvest Loss কমিয়ে উপকূলবর্তী এলাকায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় লক্ষাধিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসৃজন ও দারিদ্র বিমোচনে সহায়তাকরণের লক্ষ্যে বিএফডিসি'র চলমান উন্নয়ন প্রকল্প দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন এর আওতায় পটুয়াখালী জেলার মহিপুর ও আলীপুর, পিরোজপুর জেলার পাড়েরহাট ও লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতিতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মৎস্য অবতরণের আধুনিক সুবিধাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৪টি স্থানেই মাছ প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য বরফকল স্থাপন করা হবে।

এ প্রকল্পের অধীনে নির্মিতব্য বর্ণিত ৪ (চার) টি কেন্দ্রেরই জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমসহ ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আলিপুর কেন্দ্রের অধিগ্রহণকৃত জমিতে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া মহিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ প্রায় ৮০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। একইসাথে পাড়েরহাট ও রামগতি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ প্রায় ৫০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

আলীপুর কেন্দ্র নির্মাণাধীন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র

উল্লিখিত উন্নয়ন প্রকল্প ২টি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক প্রায় ৪৩.০০ (তেতাল্লিশ) কোটি টাকা কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৯,০০০ (নয় হাজার) লোকের কর্মসংস্থান হবে।

(গ) আধুনিক শুটকি মহাল (Modern Shotki Mahal) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর অধীন কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল এলাকায় মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসনের জন্য দেশের বৃহত্তম একটি 'আধুনিক শুটকি মহাল' স্থাপনের কাজ এ কর্পোরেশন বাস্তবায়ন করছে।

কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলায় খুরুশকুল এলাকায় শুটকি মহাল স্থাপনের জন্য নির্ধারিত জায়গায় মাটি ভরাট করা হয়েছে

(৮) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) মোতাবেক ৮৯.৮৬ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া ১৯/০৬/২০১৯ খ্রি: তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৯) সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম:

ক) সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় আহরিত দেশি ও সামুদ্রিক মাছের Post Harvest Loss রোধকরণের লক্ষ্যে বিএফডিসি'র চলমান উন্নয়ন প্রকল্প দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন এর আওতায় নিম্নোক্ত ৪টি স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে মৎস্য অবতরণের আধুনিক সুবিধাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে।

১। মহিপুর, পটুয়াখালী
২। আলীপুর, পটুয়াখালী
৩। পাড়েরহাট, পিরোজপুর
৪। রামগতি, লক্ষ্মীপুর

এ প্রকল্পের আওতাধীন মহিপুরে মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের জন্য হিমাগার এবং লক্ষ্মীপুরে মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের জন্য বরফকল স্থাপন করা হবে। এছাড়া আলীপুর ও পাড়ের হাটে অবতরণকৃত মাছ বরফজাতকরণ, বিপণন ও

বাজারজাতকরণের সুব্যবস্থা থাকবে। এ প্রকল্পের অধীন নির্মিতব্য বর্নিত ০৪ (চার) টি কেন্দ্রেরই জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমসহ ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আলীপুর কেন্দ্রের অধীগ্রহণকৃত জমিতে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এছাড়া মহিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের কাজও প্রায় শেষ। পাড়েরহাট ও রামগতি কেন্দ্রের অবকাঠামো কাজ অর্ধেক সম্পন্ন হয়েছে।

খ) হাওর হতে আহরিত মাছ সংরক্ষণের জন্য হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নিম্নোক্ত ০৩টি স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

১। ভৈরব, কিশোরগঞ্জ

২। মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা

৩। ওয়েজখালী ঘাট, সুনামগঞ্জ

এ প্রকল্পের অধীন মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ। বিগত ০২ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি: তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। এছাড়া সুনামগঞ্জ ও ভৈরব মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণের কাজ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে। উভয় কেন্দ্রে নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, চলতি অর্থবছরে নির্মাণ ও পূর্তকাজ সমাপ্ত হবে।

(১০) আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন বিষয়ক কার্যক্রমঃ বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কর্পোরেশনের একটি ওয়েবসাইট (www.bfdc.gov.bd) খোলা, হালনাগাদকরণ অফিসিয়াল কার্যক্রমগুলো আইসিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কর্পোরেশনের সিটিজেন চার্টারসহ বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যাবলী অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও সকল টেন্ডার নোটিশ, চাকুরীর বিজ্ঞপ্তি, চাকুরীর আবেদন ফরম, নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়েছে। হিসাব শাখার কার্যক্রম ডিজিটাল, স্বচ্ছ এবং গতিশীল করার লক্ষ্যে হিসাব সংক্রান্ত Software installation এর মাধ্যমে আয়-ব্যয় এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতাদিসহ সকল প্রকার হিসাব-নিকাশের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে কর্পোরেশনে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু আছে। এছাড়া ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত সিপিটিইউ এর লাইভ সার্ভারের সাথে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সংযুক্ত আছে। কর্পোরেশনের আওতাধীন সকল কেন্দ্রের ই-মেইল ঠিকানাও খোলা হয়েছে এবং ই-মেইলের মাধ্যমে নিয়মিত চিঠি লেনদেন কার্যক্রম চলছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক আইডি ব্যবহার করে বিভিন্ন তথ্যাদি আদান/প্রদানের মাধ্যমে সেবা দেয়া হয়।

(১১) ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রমঃ কর্মকর্তা/কমচারীদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ প্রতিষ্ঠান হতে ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়া কর্পোরেশনের উদ্ভাবনী কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ইনোভেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১২) SDG অর্জনের অগ্রগতিঃ রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার কাপ্তাই লেক এলাকার উপজাতি জনগোষ্ঠীসহ বসবাসকারী সকল জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ও আমিষের চাহিদা পূরণের নিমিত্তে কাপ্তাই লেকে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর লেকে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। এছাড়া জেলেদের মৎস্য স্বাস্থ্যসম্মতভাবে অবতরণের নিমিত্তে ০৩টি উপকূলীয় জেলার ০৪টি স্থানে এবং দেশের হাওর অঞ্চলে ৩টি স্থানসহ মোট ০৭টি স্থানে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এতে জেলেরা তাদের মাছ স্বাস্থ্যসম্মত স্থানে অবতরণসহ ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করতে সক্ষম হবে।

(১৩) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণঃ অত্র কর্পোরেশনের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে ১৪টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে।

(১৪) মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপঃ মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত দেশী ও বিদেশী প্রশিক্ষণ গ্রহণ-প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৫ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১৫) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো অনুযায়ী কর্পোরেশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া গত ০৯/০৭/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ কর্পোরেশনের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কাঠামোর আওতায় কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ প্রতিষ্ঠান হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৬) অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থাঃ কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) চালু আছে। এছাড়া কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন ইউনিটের সম্মুখে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা আছে। প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিয়মিত যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(১৭) উপসংহারঃ সময়ের প্রয়োজনে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কর্পোরেশনে অর্পিত দায়িত্ব যথা: সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, অবতরণ, স্বাদুপানির মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন এবং রপ্তানী কার্যক্রম যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে মৎস্য খাতের সকল ক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগ ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মৎস্য একটি অন্যতম প্রধান আয়বর্ধক খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ অবস্থায় ১৯৭৩ সনের ২২ নং আইনে কর্পোরেশন'কে দেয়া কার্যক্রমের সার্বিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এছাড়া দেশের মৎস্য খাতে আয় বৃদ্ধির জন্য বাস্তবতার নিরিখে কর্পোরেশন কর্তৃক নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন প্রভৃতি কর্পোরেশনের ন্যায় এ কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে সরকারি আর্থিক সহায়তা বা থোক বরাদ্দ প্রদান করা হলে মৎস্য খাতে কর্পোরেশনের সেবার পরিধি আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।